UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি

UN-REDD PROGRAMME

Food and Agriculture Organization of the United Nations | UNDP | UNEP

বন অধিদপ্তর

Photo: USAID CREL Project

বন উজাড় হয়ে ক্রমশ আবাদি জমিতে পরিণত হচ্ছে। এ ধরণের বন উজাড় প্রক্রিয়া রোধ করাই REDD+ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

কর্মসূচি পরিচিতি:

UN-REDD প্রোগ্রাম হল জাতিসংঘের তিনটি সংস্থার একটি সমন্বিত কর্মসূচি যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে "বন উজাড় ও বনের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation-REDD)" প্রয়াসে ২০০৮ সালে যাত্রা শুরু করে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) ও জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (UNEP) কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে পরিচালিত এই কার্যক্রম এ পর্যন্ত ৬৪টি সহযোগী রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সদস্য দেশগুলোর জাতীয় নেতৃত্বাধীন REDD+ প্রক্রিয়া প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সকল স্তরের অংশীজন যেমন- আদিবাসী, বন নির্ভর জনগোষ্ঠী সহ সকল জনসাধারনের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে, এই প্রোগ্রাম বৈশ্বিক REDD+ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে।

REDD+ কি?

পৃথিবীতে যে পরিমান গ্রীনহাউজ গ্যাস যেমন- কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি নিঃসৃত হয় তার শতকরা ১১ ভাগ হয়ে থাকে বন উজাড় এবং বনের অবক্ষয়ের ফলে। জ্বালানি খাতকে বাদ দিলে নিঃসরণের এ হার পরিবহন খাতকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে, ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC) এর পক্ষসমূহ/সদস্য দেশগুলো মিলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের একটি পদ্ধতি তৈরি করে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের জন্য উৎসাহিত করে। "বন উজাড় ও বনের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট কার্বন নিঃসরণ হ্রাস (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)" এর ইংরেজি আদ্যাক্ষরগুলো মিলিয়ে সংক্ষেপে REDD বলা হয়। শব্দটির সূচনা ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে। যেখানে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে REDD হল এমন একটি কার্যক্রম যার উদ্দেশ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর বন উজাড় ও বনের অবক্ষয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট কার্বন নিঃসরণ হ্রাস। জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমনের একটি স্বীকৃত পদ্ধতি হিসেবে REDD শুধুমাত্র বনের উজাড় ও অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট নিঃসরণই নয় বরং বনের- ১) মজুদ কার্বন সংরক্ষণ, ২) টেকসই ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ৩) কার্বনের মজুদ বৃদ্ধি করতে সক্ষম। আর এ অতিরিক্ত তিনটি কার্যক্রমকে "+" দিয়ে প্রকাশ করে একসাথে REDD+ বলা হয়। এককথায়, REDD একইসাথে একটি নীতিগত আহবান ও এক আর্থিক সহায়তামূলক কার্যক্রম যা নিম্নলিখিত ৫টি কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ঃ

ক) বন উজাড় রোধ করে কার্বন নিঃসরন হ্রাস করা।
খ) বনের অবক্ষয় রোধ করে এই নিঃসরন হ্রাস করা।
} REDD

গ) মজুদ কার্বন সংরক্ষণ
ঘ) কার্বন মজুদ বাড়ানো এবং
ঙ) টেকসই বন ব্যবস্থাপনা
} +

এছাড়া, REDD+ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলো জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন নিশ্চিত করার সক্ষমতা অর্জন করার পথে এগিয়ে যাবে।

জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন, ওয়ারশ (UNFCCC, Warsaw) প্রনিত ফাঠামো অনুসারে **রেড+** নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করেঃ

- বন থেকে কার্বন নিঃসরনের মাপকাঠি নির্ধারন (Forest Reference Level)
- জাতীয় বন পরিবীক্ষন পদ্ধতি (National Forest Monitoring System/NFMS)
- জাতীয় কৌশল/ কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন (National Strategies/ Action Plan- NS/AP)
- বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি (Safeguard Information System/ SIS)

REDD+ কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ?

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যে সব দেশ UNFCCC REDD+ শর্তসমূহ (UNFCCC Warsaw প্রনিত REDD+ কাঠামো) মেনে তাদের কার্বন নিঃসরণের হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে, শুধুমাত্র তারাই যাচাইকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা (result based payments) পাবে। এভাবে REDD+ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার পাশাপাশি কিভাবে এ মাত্রা কমিয়ে এনে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব, তার প্রণোদনা যোগাচ্ছে। REDD+ শর্তসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশগুলো তাদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী চলমান কার্যক্রমে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। শুধুমাত্র পরিবেশগত সুবিধা ছাড়াও, উন্নয়নশীল একটি দেশকে REDD+ এনে দিতে পারে বিশেষ আর্থসামাজিক সুবিধা। তাই সম্প্রতি, একে বৈশ্বিক সবুজ অর্থনীতি কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, গত সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে বাংলাদেশ সহ ১৯৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বে গৃহীত টেকসই উন্নয়নের (Sustainable Development Goals-SDG) ১৭টি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে REDD+ ১৩ তম লক্ষ্য: জলবায়ু কার্যক্রম (Climate Action) অর্থাৎ "জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা" অর্জনে উন্নয়নশীল দেশগুলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পাশাপাশি অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও যেমন- ১২ তম লক্ষ্য: দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন; ৫ম লক্ষ্য: নারী-পুরুষ সমতা; ১৫ তম লক্ষ্য: স্থলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণে; ৮ম লক্ষ্য: সবার জন্য উপযোগী কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। সর্বোপরি, REDD+ বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে গেলে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের পথে অন্যতম চ্যালেঞ্জ, এসডিজি ২য় লক্ষ্য: "ক্ষুধা মুক্ত পৃথিবী" অর্জনে এগিয়ে যাবে। এককথায়, REDD+ কর্মকৌশল কেবল বন উজাড় ও বনের অবক্ষয় হ্রাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না বরং এটি অন্তর্ভুক্ত করেছে একটি দেশের বন সংরক্ষণ ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং এর মাধ্যমে মজুদ কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার বিষয়গুলোও। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বনেতৃত্ব প্রণীত- "বিশ্ব রুপান্তরের এজেন্ডাঃ ২০৩০ (Transformative 2030 Agenda for Sustainable Development)" বাস্তবায়নে এবং এসডিজির নতুন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে একটি রাষ্ট্রের অর্জিত সাফল্য পরিমাপে কিংবা নির্ণয়ে অনন্য এক মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে এই REDD+।

Photo: USAID CREL Project

বাংলাদেশে REDD+ কতটা জরুরি?

বাংলাদেশ আজ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ক্ষরা, সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি এদেশের ইতিহাসে চির পরিচিত। কিন্তু বিশ্বজুড়ে চলমান নগরায়ন, শিল্প বিপ্লব, নির্বিচারে বন উজাড় ও অবক্ষয় ইত্যাদি অনিয়ন্ত্রিত কর্মকান্ডে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে আজ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপ্তি, প্রকোপ ও পুনরাবৃত্তি এ জনপদকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করেছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নতুন মাত্রা যেমন- জলাবদ্ধতা, মরুময়তা, উপকূলীয় অঞ্চলের ১৮ শতাংশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার শঙ্কা, উপকূলীয় কৃষি জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি। তাই এসডিজি-২০১৫ এর ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা এবং দারিদ্র্য ও ক্ষুধা পরিপূর্ণরূপে নির্মূল করা। বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বনের ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিদ্যমান বন সংরক্ষণ করা ও ধ্বংস হওয়া বনাঞ্চলে পুনর্বনায়নের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম শুরু করছে। আর এজন্যই REDD+ বাস্তবায়নের জন্য ২০১০ সালে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার UN-REDD প্রোগ্রামের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০১২ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়াধীন বিশেষায়িত সংস্থা, বাংলাদেশ বন বিভাগ, REDD+ প্রস্তুতির জাতীয় নির্দেশিকা (National REDD+ Readiness Roadmap) প্রণয়নে উচ্চ পর্যায়ের এক কর্মশালা আয়োজন করে এবং একই বছরের ডিসেম্বর মাসে নির্দেশিকাটি অনুমোদিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে, REDD+ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে UN-REDD এর সহায়তায় *REDD+ Readiness Preparation Proposal (R-PP)* প্রণীত হয় এবং UN-REDD পলিসি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচির প্রকল্প দলিলটি মে ২০১৫-তে অনুমোদিত হয়ে, ১৯শে জুন ২০১৬ তে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। বর্তমানে UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে REDD+ নীতিমালা প্রনয়ণ এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বনের কার্বন বিষয়ে তথ্য উপাত্ত নিরূপনকল্পে "পরিবীক্ষণ, পরিমাপ, রিপোর্টিং এবং যাচাইকরণ (Monitoring, Measurement, Reporting and Verification- MRV)" প্রক্রিয়া চালু করার জন্য বন বিভাগের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

৩৬ মাস প্রকল্প সময়সীমার মধ্যে UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি মূলতঃ ৪টি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত হচ্ছে-

১. REDD+ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের REDD+ বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

২. জাতীয় REDD+ কৌশল প্রণয়ন করা।

৩ দেশের সকল বন থেকে কার্বন নিঃসরণের একটি জাতীয় মাপকাঠি নির্ধারণ করা।

৪. জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি
রুম-৫১৯, চতুর্থ তলা, বন ভবন
প্লট-ই-৮, বি-২, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭